بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

তাহরীকে জাদীদের ষষ্ঠ দপ্তরের শুভ উদ্বোধন, ৮৯তম বছরে জামা'তের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত আর্থিক কুরবানির উল্লেখ এবং ৯০ তম বর্ষের ঘোষণা।

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ৩'রা নভেম্বর, ২০২৩ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা এবং সূরা আলে ইমরানের ৯৩ নং আয়াতের তেলাওয়াত ও অনুবাদের পর সৈয়্যদনা হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

এই আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, পুণ্যের সর্বোচ্চ মান তখনই অর্জিত হয় যখন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আপনি আপনার পছন্দনীয় বস্তুকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করবেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করে বলেন, আপনার প্রিয় সম্পদ ও বস্তু আল্লাহ্‌র পথে খরচ না করা পর্যন্ত মুক্তির পর্যায়ে উপনীতকারী প্রকৃত পুণ্যকে আপনি কখনোই অর্জন করতে পারবেন না। অতঃপর অন্য এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন, সম্পদের ভালবাসা হৃদয়ে পুঞ্জিভূত করে রাখবেন না। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন, তোমরা কখনোই পুণ্য অর্জন করতে পারবে না যে পর্যন্ত না তোমরা যা ভালবাস তা হতে খরচ কর। তিনি বলেন, খারাপ ও মূল্যহীন জিনিস খরচ করে কেউ ভালো কাজ করার দাবি করতে পারে না। পুণ্যের দ্বার সংকীর্ণ। সুতরাং মনে রাখতে হবে যে, মূল্যহীন জিনিস ব্যয় করে কেউ এখানে প্রবেশ করতে পারবে না। কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের প্রিয় থেকে প্রিয়তর জিনিস খরচ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রিয়ের মর্যদায় উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। আপনি যদি কষ্ট ভোগ করতে না চান এবং প্রকৃত পুণ্য অর্জণ করতে না চান তাহলে আপনি কীভাবে সফল ও পুণ্যবান হবেন? তিনি বলেন, সাহাবীরা (রা.) কি এমনিতেই এই স্তরে উপনীত হয়েছিলেন? সাময়িক কষ্ট সহ্য না করা পর্যন্ত প্রকৃত সুখের উৎস স্বরূপ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব নয়। খোদা প্রতারিত হন না।

ধন্য সেই ব্যক্তি যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দুঃখ-কষ্টকে ভ্রূক্ষেপ করে না। কেননা, সাময়িক দুঃখ-কষ্টের পর একজন মু'মিন চিরস্থায়ী সুখ ও অনন্ত আরাম প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই সেই সম্পদ ব্যয় করার

স্পৃহা যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। এটি জামা'ত ও প্রত্যেক আহ্মদীর প্রতি আল্লাহ্তা'লার একটি বড় অনুগ্রহ, যারা এটা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে তারা দ্বীনের পথে ব্যয় করার জন্য নিজেদের সম্পদ উপস্থাপন করেছে।

জামা'ত আহ্মদীয়ার বিপুল সংখ্যক মানুষ তাদের প্রয়োজন সত্ত্বেও ধর্মীয় প্রয়োজনে সম্পদ দান করে থাকে। এর হাজার হাজার উদাহরণ রয়েছে। আজ কাল আমরা লক্ষ্য করছি যে, পৃথিবীর অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন খারাপ থেকে খারাপতর হচ্ছে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলো। এখন তাদের আর আগের অবস্থা নেই। রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধও পরিস্থিতির অবনতি করেছে। তারপর এসব দেশের রাজনীতিবিদদের দুর্নীতিও পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করেছে, কিন্তু তদ্সত্ত্বেও আহ্মদীরা তাদের আর্থিক ত্যাগে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলেছে। জাগতিক ব্যক্তির দৃষ্টিতে এটি বোঝা কঠিন, তবে যাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে তারা জানে যে, এই কুরবানীর ফলে আল্লাহ্তা'লার অনুগ্রহ দৃষ্টিগোচর হয়। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তাহরীকে জাদীদের নতুন বছর ঘোষণা করা হয়। সেহেতু আমি তাহরীকে জাদীদের সাথে সম্পর্কিত ঘটনাগুলি উপস্থাপন করব।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) যখন তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা করেন এবং সে সময় তিনি যে সকল দাবি উপস্থাপন করেছিলেন তন্মধ্যে নারীদের আর্থিক কুরবানি সংক্রান্ত একটি দাবি ছিল যে, তারা যেন অলঙ্কার না তৈরী করে বা কম তৈরী করে এবং কুরবানী করে। তখনও এবং আজও নারীরা কুরবানি উপস্থাপন করে চলেছে। কিছু কিছু মহিলা তো তাদের সমস্ত অলঙ্কার চাঁদাস্বরূপ দান করেন।

দরিদ্র মানুষ আছেন যাঁরা কষ্ট সহ্য করে চাঁদা দিয়ে থাকেন এবং অনেক মানুষ এমন আছেন যাদের প্রতি মহান আল্লাহ্র কৃপারাজি বর্ষিত হয়। ধনী লোকদেরও শিক্ষা নেওয়া উচিত এবং তাদের ত্যাগের মানন্নোয়ন করা উচিত। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, এমন দরিদ্র মানুষ আছেন যাঁরা তাদের মাসিক আয়ের পঁয়তাল্লিশ শতাংশ পর্যন্ত চাঁদা প্রদান করেন, কিন্তু ধনী ব্যক্তিরা দেন মাত্র দেড় শতাংশ। বরং বর্তমানে অনেক দরিদ্র মানুষ এমন আছেন যারা একশতভাগ অর্থ চাঁদা প্রদান করেন আর ধনী ব্যক্তিরা দেন মাত্র এক শতাংশ। এই অর্থে দরিদ্রদের কুরবানির মান অনেক বেশি। সেহেতু স্বচ্ছল মানুষদের নিজেদের মূল্যায়ন করা উচিত। মনে রাখবেন, আল্লাহ্ কখনো ঋণ রাখেন না। যেমন পবিত্র কুরআনের অন্য এক স্থানে বর্ণিত হয়েছে যে, সাতশত গুণ বা তারও অধিক বাড়িয়ে আল্লাহ্তা'লা ফিরিয়ে দেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) গিনি-বাসাউ, ফিজি, মালাউই, তানজানিয়া, নাইজেরিয়াসহ বিভিন্ন দেশে যাঁরা তাহরীকে জাদীদে কুরবানি পেশ করেছেন তার কিছু ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, যখন বিরোধীরা জামা'তকে নির্মূল করার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা রত, তখন দেখুন কীভাবে আল্লাহ্তা'লা নবাগতদের অন্তরে জামা'তের জন্য ত্যাগের চেতনা সৃষ্টি করছেন এবং অতঃপর তিনি তাদের প্রতি করুণাও বর্ষণ করছেন। বিরোধীদের ফুৎকার কি আল্লাহ্র প্রজ্জ্বলিত এই প্রদীপকে নিভিয়ে দিতে পারে? যত ইচ্ছা চেষ্টা করুক, ব্যর্থতা ও অকৃতকার্যতা বিরোধীদের নিয়তি এবং বিশ্বের প্রত্যেক প্রান্তে জামা'ত আহ্মদীয়া কুরবানির দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) কর্তৃক তাহরীকে জাদীদের সূচনা এ জন্য হয়েছিল যে, সকল দিক থেকে জামা'তের বিরুদ্ধে বিরোধীতা চলছিল, এমনকি সরকারী কর্মকর্তারাও বিরোধীদের সমর্থন করছিল। আর তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্যই হল, বিশ্বের প্রত্যেক দেশে আহ্মদীয়া জামা'ত কর্তৃক ইসলামের পতাকা উত্তোলন করা। সুতরাং আহ্মদীয়া জামা'তের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণকারী এই সকল লোকেরা ঈমান, নিষ্ঠা ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপনের চেষ্টা করছে। এ সংক্রন্ত অসংখ্য ঘটনা রয়েছে, কিন্তু এখানে সেই সকল ঘটনার উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

তাহরীকে জাদীদের পাশাপাশি এর ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে আরও কিছু উল্লেখ করব। জামা'তের

বিরুদ্ধে সকল দিক থেকে নৈরাজ্য ও ফাসাদ উত্থিত হচ্ছিল। বিশেষ করে, আহরারীরা নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য তাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিল এবং তাদের স্লোগান ছিল, ধরাভূমি হতে তারা আহমদীয়াতকে নিঃশ্চিহ্ন করবে। তারা কাদিয়ানের নাম-চিহ্ন মুছে ফেলবে এবং কাদিয়ানকে নিঃশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা চলছিল। এমনকি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর মাজার ও পবিত্র স্থানগুলোকে অপবিত্র করার কর্মসূচীও ছিল এবং সরকারকেও বিরোধীদের সমর্থন করতে দেখা যাচ্ছিল, যদিও তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ছিল। ফিতনা অবসানের পরিবর্তে তারা তাদের সমর্থন করছিল। সুতরাং, এহেন পরিস্থিতিতে, হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) একটি কর্মসূচি দিয়ে জামা'তকে উদ্দীপিত করেছিলেন যদ্বারা তিনি আর্থিক ত্যাগের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এটি ছিল ১৯৩৪ সালের ঘটনা। তিনি (রা.) বলেন, কখনো কখনো ত্যাগকে দীর্ঘায়িত করতে হয় এবং নারী ও শিশুদেরও এর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এটি শুধু পুরুষের কাজ নয়, নারীদেরও তাদের দায়িত্ব বুঝতে হবে। যদিও সে সময় প্রত্যেক আহ্মদীর জন্য এটা আবশ্যক ছিল না, কিন্তু জামা'ত আন্তরিকতা ও আনুগত্যের অসাধারণ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছিল। যাইহোক, ১৯৩৪ সালে, তিনি একটি ফ্যান্ডের ঘোষণা করেছিলেন এবং বলেছিলেন, আমাদেরকে শত্রুদের আক্রমণের জবাব দিতে হবে। তিনি (রা.) সে সময় জামা'তকে একটি কর্মসূচী প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের সংশোধন এবং কুরবানির মানোন্নয়নের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের পাশাপাশি আর্থিক কুরবানির কথা ঘোষণা করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে নিজেদের ও নিজেদের সন্তান-সন্ততির প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে, কষ্ট স্বীকার করে জামা'ত যে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছিল আল্লাহ্‌তা'লা তাকে এমনভাবে গ্রহণ করেছিলেন যে, যেখানে একদিকে অসাধারণভাবে তবলিগের পথ প্রসস্ত হয়েছিল তখন অন্যদিকে এই কুরবানি কেবল তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং আজও আমরা অনুরূপ দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করছি যেমনটা আমি ঘটনাবলীতে বর্ণনা করেছি। যাইহোক, এই সকল লোকেরা আর্থিক কুরবানি করার পাশাপাশি ধর্মের জন্য নিজেদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছে। তারা দূরবর্তী বিদেশেও তবলিগ করতে গিয়েছে এবং কোন কোন ব্যক্তিকে কারাবাসের কষ্টও সহ্য করতে হয়েছে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) প্রাথমিক পর্যায়ে তাহরীকে জাদীদকে দশ বছর পর্যন্ত প্রসারিত করেছিলেন। তিন বছর থেকে দশ বছর করা হয়। অতঃপর দশ বছর পূর্ণ হলে, এর শুভ ফলাফল দেখে এবং কুরবানি উপস্থাপনকারীদের অভিপ্রায়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে এই সময়সীমাকে বর্ধিত করা হয় এবং অতঃপর একে একটি স্থায়ী তাহরীকে পরিণত করা হয়। আজ আমরা আল্লাহ্‌র যে সাহায্য ও সমর্থনের দৃষ্টান্ত উপলব্ধি করছি তা প্রাথমিক যুগের মানুষদের আত্মত্যাগের ফল যাদের আল্লাহ্ কবুল করেছিলেন। বরং বর্তমানেও নতুন অংশগ্রহণকারীদেরকে কখনও কখনও স্বপ্নের মাধ্যমে এই তাহরীক ও আর্থিক কুরবানি উপস্থাপনের জন্য দৃষ্টি আর্কষণ করা হয়ে থাকে, যেমনটা আমি ঘটনাবলী বর্ণনার সময় উল্লেখ করেছি। এই প্রারম্ভিক কুরবানি উপস্থাপনকারীদের প্রজন্মকে তাদের পূর্বপুরুষদের কুরবানির কথা মনে রাখা উচিত, যেখানে তারা নিজেরা এবং তাদের বংশধরদের এই ত্যাগের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করা উচিত, সেখানে তাদের প্রতি যে করুণা বর্ষণ করা হয়েছে সেজন্য অধিক পরিমাণে কুরবানি উপস্থাপন করা উচিত।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বললেন, তাহরীকে জাদীদের সুফল যা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তা প্রথমেই উল্লেখ করব। শুরুতে আমরা কাদিয়ানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলাম বা ভারতের কিছু এলাকায় বিস্তৃত ছিলাম। কিন্তু বর্তমানে ২২০টি দেশে মোট মসজিদের সংখ্যা নয় হাজার তিনশতাধিক। মিশন হাউসের সংখ্যা তিন হাজার চার শতাধিক এবং এখন বহু মসজিদ তৈরি হচ্ছে। মিশন হাউসেরও নির্মাণ প্রক্রিয়া চলছে। সমগ্র বিশ্বে মোবাল্লেগ ও মোয়াল্লেমের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার এবং এখন এর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। আল্লাহ্‌র কৃপায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদের কাজ অব্যাহত রয়েছে এবং ৭৭টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশিত হচ্ছে, বিভিন্ন ভাষায় পুস্তক-পুস্তিকা অনূদিত হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে অগণিত কাজ হচ্ছে যা

তাহরীকে জাদীদের সূচনার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। যদিও অন্যান্য চাঁদার অর্থও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, তথাপি এক্ষেত্রে তাহরীকে জাদীদের বিরাট অবদান রয়েছে।

আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌ এই বছর নিখিল বিশ্ব জামা'ত আহ্‌মদীয়া ১৭.২০ মিলিয়ন পাউন্ড কুরবানি উপস্থাপন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে যা গত বছরের তুলনায় ৭ লাখ ৪৯ হাজার পাউন্ড বেশি।

মোট চাঁদা আদায়ের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান বাদে প্রথম দশটি জামা'ত হল জার্মানি, যুক্তরাজ্য, কানাডা, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামা'ত, ষষ্ঠ স্থানে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি জামা'ত এবং দশম স্থানে ঘানা।

ভারতের দশটি রাজ্যের মধ্যে, কেরালা, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, জম্মু ও কাশ্মীর, ওড়িশা, পঞ্জাব, বাংলা, দিল্লি এবং মহারাষ্ট্র। কুরবানি উপস্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে দশটি জামা'ত হল, কোয়েম্বাটুর তামিলনাড়ু, কাদিয়ান, হায়দ্রবাদ, কালিকট, মাঞ্জেরি, মেলাপালিয়াম, ব্যাঙ্গালোর, কলকাতা, করোলাই এবং কেরাঙ্গ।

আল্লাহ্‌তা'লা এই সকল কুরবানী উপস্থাপনকারীদের সম্পদ ও আধ্যাত্মিকতায় কল্যাণ দান করুন এবং পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণে কুরবানি উপস্থাপন করার সৌভাগ্য দান করুন।

আপনারা সর্বদা ফিলিস্তিনিদের জন্য দোয়া করুন এবং তাদের জন্য দোয়া করতে ভুলে যাবেন না। নারী ও শিশুরা নিপীড়নের চাকায় পিষ্ট হচ্ছে, আল্লাহ্‌ যেন তাদের মুক্তি দান করেন। আমিন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্‌ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

03 November 2023

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
....................*P.O*........................
Distt........................*Pin*.........*W.B*

To,
____
____
____
____